দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 NOV. 1997 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

45

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ওপর উন্মুক্ত আলোচনা ॥ ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করতে ঐকমত্য

বুয়েট রিপোর্টার ঃ 'প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি এবং একুশ শতকের উচ্চশিক্ষা" শীর্ষক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান মঙ্গলবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা অনুষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয় বলে বক্তারা একমত পোষণ করেন। বুয়েট সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিরুল ইসলাম, ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি ডঃ ফরাস উদ্দীন, ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী, ডঃ আলী আসগর, হেনা দাস এবং সন্তোষগুপ্ত। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষানীতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, "আমাদের দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঠিকমতো হয় না, মেধামানের শিক্ষক পেতে হলে ভাল প্রশিক্ষণ, শিক্ষক সহায়ক পুস্তক ভাল হতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ভাল পাঠ্যপুস্তক দরকার।"

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাস সম্বন্ধে ডঃ আলী আসগর বলেন, বর্তমান সিলেবাসে সাময়িক কিছু সমস্যা হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই সামঞ্জস্যতা এসে যাবে। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্যই সিলেবাস পরিবর্তন করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে শিক্ষকদের নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে। সিলেবাস প্রসঙ্গে ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, পাঠ্যসূচীতে যে বিষয়ের তেমন প্রয়োজন হয় না তা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। মাধ্যমিক গণিতের পাঠ্যসূচীতে 'সেট' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন। ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে প্রফেসর আমিরুল ইসলাম বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাথা পিছু ব্যয় সবচেয়ে বেশি অথচ জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের অবদান সবচেয়ে কম। সাংবাদিক সন্তোষগুপ্ত বলেন, শিক্ষার সাথে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আরও বলেন, ধর্ম শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকতে পারে কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ খোলার কথা বলেন।